সৎ মানুষের সন্ধানে সুশীল সমাজ
ভজন সরকার

সাম্প্রতিক সময়ে সৎ মানুষের সন্ধানে নেমেছেন কিছু মানুষ । তাদের আশা ও আকাংখা যে অকপট ও নির্ভেজাল এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্তু অতীত ও বর্তমান বাস্তবতায় সুশীল সমাজ নামক এ গোত্রীয় মানুষগুলোর ভূমিকা যে খুব উজ্জল ও কার্যকরী তা দৃ ঢ়তার সাথে বলা যাবে না । যে শ্রেনী ও পেশার সম্বন্বয়ে সুশীল সমাজ নামক তথাকথিত তৃতীয় মত ও ধারা সৃষ্টির এ প্রয়াস , সমাজের আর দশটা পেশার মতো তারাও পঙ্কিলতার আবর্তে নিমজ্জিত । অনাচার ,অবিচার ও যূথবদ্ধ দূর্নীতি অপ্রতিরোধ্যভাবেই শেকড় গেড়েছে সুশীল সমাজভুক্ত সমস্ত শ্রেনী ও পেশার মধ্যেই ।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রেনী ও পেশাভুক্ত কিছু মানুষের ক্রটিবিচ্যুতির জন্য সমস্তগোষ্ঠীকে দায়ী করা কি ঠিক ? তা ছাড়া অধিকাংশ খারাপ মানুষের মধ্যেও যে কিছু উন্নত চরিত্রের মানুষ থাকবে না ,সে গ্যারান্টি কে দিতে পারে ? আর সে কতিপয় স্বল্প সংখ্যক মানুষই যে সমাজ ও দেশের দায়িত্ব নেবে না বা সে মানুষগুলোর হাত ধরেই যে সমাজ পরিবর্তিত হবে না - এমন কথা কোথাও লেখা নেই । তাই আশার সলতে সব সময় জ্বালিয়ে রাখাই প্রগতির লক্ষন ও ধারা ।

স্বাধীনতার তিন যুগ উত্তীর্ন প্রায় । অথচ বিভিন্ন ঘরানায়-বাহারি রকমে-বিচিত্র লেবাসে বারবার খোল নলচে বদলে বিস্তার ঘটছে অবক্ষয়ের । দূর্বৃত্তায়নের পরিসীমা ক্রমাগত পরিকেন্দ্রিক বিস্তারে ছড়িয়েছে রাজনীতিবিদ থেকে শিক্ষাবিদে, আমলা থেকে কামলায়, সমাজ থেকে পরিবারে । এক সর্বগ্রাসী বন্যায় প্লাবিত আমাদের চারপাশ । কোথাও কোন উঁচু জমি নেই-অবলম্বনের নেই কোথাও খড়কুটো । কার উপর ভরসা করবে মানুষ? চোখের সামনে ক্রমশঃ এক একটি জীবন্ত বিবেকবান মানুষ পরিনত হচ্ছে মহাস্তাবকে । কি অকল্পনীয়-অর্থহীন-শূন্যগর্ভ সম্ভ্রমহীন স্তবস্তুতি ! সুশীল সমাজের সৎ লোকের সন্ধানে তাই আর ভরসা করতে পারছে কি কেউ ?

স্বাধীনতার পর থেকেই বিগলিত বিনয় এবং আবেগময় ব্যক্তিনির্ভরতায় ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন হয়েছেন বুদ্ধিজীবি,সাংবাদিক,লেখক-শিল্পী-গবেষক । শিক্ষকেরা হয়েছেন চরিত্রহীন আর বিচারকেরা মেরুদন্ডহীন হয়ে সমস্ত কালিমাকে দিয়েছেন সাংবিধানিক বৈধতা । অন্তসারশূন্য রাজনীতি, লক্ষ্যহীন পথচলা আর স্তাবক পরিবেষ্ঠিত প্রাচীরে আবদ্ধ হয়েছে আমাদের ভবিষ্যত । মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানিকে সহসাই ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘে । আরোধ্য ও কষ্টার্জিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে মুক্তির সোপান রচিত হবার কথা ছিল , রাজনৈতিক ব্যর্থতায় তা সম্ভব হয়ে উঠে নি ।

ক্ষমতাসীনদের আড়াল করে রাখা হয়েছে সাধারণ থেকে - বাস্তব থেকে- সত্য থেকে । এ যেন রবীন্দ্রনাথের '' অচলায়তন ''- যেখানে কখনোই সাধারণ পায় না প্রবেশাধিকার । কাঁটাতারবেষ্ঠিত দেয়ালের পর দেয়াল, গেটের পর গেট, উর্দিপরা সেপাই- আধুনিক নিয়ন্ত্রনযন্ত্র- কোন মতেই পার নেই সাধারণের । সংখ্যাধিকের অধিকার ব্যক্তির ইচ্ছায় ঝুলন্ত সেখানে । আজ যারা সুশীল সমাজের আন্দোলনের নামে জীবন সায়াহ্নে এসে সমাজের সাথে মিশে যেতে চাচ্ছেন - তারাই কী দূর্দোন্ডপ্রতাপে সমাজ থেকে পৃথক থেকেছেন তথাকথিত আমলাতন্ত্রের নামে । '' জাত যাবে জাত যাবে বলে '' বৃটিশ-প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি শাসক-প্রশাসক নামে সাজিয়ে রেখেছেন-সরিয়ে রেখেছেন নিজেদের । তাই নষ্ট হয়েও রাজনীতিবিদেরা আজও যতটুকু না নষ্ট , আমলারা প্রজাতন্ত্রের ভৃত্য হয়েও তার বেশী উন্নাসিক ও ক্ষতিকর সমাজের জন্য।

অতীত বারবার প্রমান করেছে আমলার উপকারিতা নেই । দূর্বৃত্তায়ন ,সামরিকায়ন, গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ, মানবাধিকার লঙ্ঘনীয় আইন সবকিছু অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে আমলাদের সহায়তায় । তাদের নিজের কোন শক্তি নেই । পেট আর পিঠ বাঁচানোর ভয়ে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত । তাঁদের দূর্বল বিবেক খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে মহাপ্রবল শক্তির জোয়ারে । চারপাশে কৃত্রিম দেয়াল তৈরী হয়েছে দূর্বলতা আড়াল করতে। সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই জবাবদিহিতা আর স্বচ্ছতার অভাবে । সামাজিকভাবেও একশ্রেনীর মেকি-আভিজাত্যের মোহে বিচ্ছন্ন থাকতেই ভালবাসেন আমলা নামক প্রজাতন্ত্রের ভৃত্য এ-শ্রেনী । আসলে এটা কোন আভিজাত্যই নয় । হয়তো অপরাধবোধ থেকে জন্ম নেয়া স্বেচ্ছা-নির্বাসন । বৃহৎ অর্থে জেলখানা আর সরকারীখানার মধ্যে পার্থক্য নিতান্তই গৌণ । কখনও কখনও ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের বাসভবন কারো কারো জন্য ।

মানুষ অজস্র ব্যাপার জানে না- জানানো হয় না । অথচ মেনে চলতে বাধ্য করা হয় । এক প্রকার স্বর্গীয়প্রাপ্ত বাণীর মতোই অধিকাংশ মানুষ আওড়ে যায় আমলা সহায়তায় তৈরী কুটিল আইন । খরচ ও লাভের তুলনামূলক বিশ্লেষনে প্রাপ্ত প্রকল্প সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে মাঝপথে থেমে যায় । গচ্চা যায় দরিদ্র জনসাধারণের কর কিংবা চড়া সুদে প্রাপ্ত ঋণের কোটি কোটি টাকা । বিচার হয় না আমলাদের কিংবা প্রকল্প বিশেষজ্ঞের ।

স্তাবক -মহাস্তাবক আর সুবিধেবাদী এই শ্রেনী আজ হঠাৎ সুশীল সমাজ নাম ধারণ করলেও জনসাধারণের তাতে মুক্তি নেই । মুক্তির বীজ রোপন করা আছে নির্ভেজাল গণতন্ত্রে। আর তা আসতে পারে এই ঘুনে ধরা রাজনীতিবিদদের খোল নলচে বদলের মাধ্যমেই ।

।। জুন ০১,২০০৬, ।।